

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী



রজন পাব্লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান বো

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৩

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫.—২৫. ৪. ১৯৪৬

ভূমিকা

ঠিক ছয় বৎসব পূর্বে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবি জগদানন্দ বাজপেয়ীর অনুবাদ কবিতা-গ্রন্থ ‘প্রতিধ্বনি’র “ভূমিকা”য় লিখিয়াছিলাম, “ইচ্ছা আছে, শীঘ্রই তাঁহাব মূল কবিতাগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।” সেই ইচ্ছা যে আজ দীর্ঘকাল পবে পূর্ণ করিতে পারিলাম, তজ্জন্ম একাধারে লজ্জিত ও আনন্দিত হইতেছি ; লজ্জা এই জন্ম যে, তাঁহাব শেষ সুদীর্ঘ কারাবাসেব পূর্বে তাঁহাব মূল কবিতাব মুদ্রিত প্রতিলিপি তাঁহাব হাতে দিতে পাবি নাই। যাহা হউক, তিনি এখন স্বয়ং বাহুমুক্ত হইয়া শেষ দফাব বন্দীনিবাসে লিখিত তাঁহাব জাতীয়তামূলক কবিতাগুলি অংশত এই সংগ্রাহে নিবদ্ধ করিয়া আমার অপরিসীম আনন্দেব কাবণ ঘটাইয়াছেন, তত্পরি সমগ্র বাঙালী রসিক সমাজকে এই পুস্তকেব প্রকাশকরূপে আনন্দ দান করিবার অধিকার দিয়াছেন। তাঁহাব প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অনুবাদ কবিতাগুলি প্রকাশেব সময় আরও একটি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, মূল কবিতাগুলি প্রকাশেব সময় কবির কর্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকদের নিকট দাখিল করিব। তাড়াতাড়িতে এবাবেও সে সুযোগ ঘটিল না। তাঁহার মৌলিক আরও অসংখ্য কবিতা প্রকাশেব অপেক্ষায় আছে, আশা করিতেছি, কবিব জীবনী তাঁহার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত হইবে। তবে ‘বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের প্রতি ছন্দে তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা-প্রীতির পরিচয় সকলেই পাইবেন।

সৃষ্টি

| | | |
|-------------------------|-----|----|
| বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব | ... | ১ |
| জগতের জটু-গৃহে | .. | ৫ |
| মরণ আজি মেলেছে পাখা | ... | ৬ |
| নব-বিধান | ... | ৮ |
| জাগো মহাচীন জাগো | ... | ৯ |
| লেনিন-স্মরণে | ... | ১৩ |
| নিশীথ নিষৃত রাতে | ... | ১৬ |
| দেশ ও দুনিয়া | ... | ২২ |
| কবির প্রতি | ... | ২৬ |
| স্বদেশীর একাল ও সেকাল | . | ২৮ |
| বৈশাখী-পূর্ণিমা | ... | ৩০ |
| বিশ্বের বিনাশযজ্ঞে | ... | ৩৩ |
| কালবৈশাখী ঝড় | ... | ৩৪ |
| হৃক-কথা | ... | ৩৫ |
| স্রোতের শৈবাল | . | ৪০ |
| গারদ-তীর্থ | ... | ৪৬ |
| পাগলাঘটি | .. | ৫০ |
| ডায়েলেক্টিক ডুয়েট গান | .. | ৫২ |
| ওরা ও আমরা | ... | ৫৫ |
| খোস বাগ | ... | ৫৭ |

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব

ওই, বিংশ শতাব্দীর গৌরব-সবিতা
আপনার অস্ত্যেষ্টির প্রজ্জ্বলিত চিতা
আরোহিছে দ্রুতপদে গগন-চূড়ায় !
পাগল প্রলয়-বায়ু সবেগে উড়ায়
অনল-ফুলিঙ্গরাজি দিকে দিগন্তরে,
কোন্ ক্ষণে ধরণীব সন্তপ্ত অন্তরে
নিপতিয়া সে বহির একটি কণিকা
আলাইবে বিশ্বদাহী দাবানল-শিখা !
এক চিতানলে যথা স্বামী সহ সতী
সূর্য্য সনে সহমৃত্যু হবে বশুমতী ।

আসন্ন প্রলয়-ভয়ে বিভ্রান্ত ধবণী
খুঁজিতেছে আপনাব ত্রাণের সরণী
আত্মঘাতী ভ্রান্তপথে ; নিরাপদ জ্ঞানে
আসন্ন মরণ হতে আশু মৃত্যু পানে
ধাইছে ছর্ব্বার বেগে প্রতি পাদক্ষেপে ।
তাই আজ মানবের মন-বুদ্ধি ব্যোপে
ঘনাইছে অজ্ঞতার অন্ধ অমানিশা,
অকূল তিমিরে তার অবলুপ্ত দিশা ।

‘দরশন’ স্কুলদর্শী স্থবিরেব মত
 হাতাড়িয়া প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জ যত
 খুঁজিছে চিন্ময়ী সেই সঞ্জীবনী লীলা
 ফল্গু সম প্রাণময়ী প্রচ্ছন্নসলিলা
 ইন্দ্রিয়-অনধিগম্যা । স্বকরতাড়িত
 উদ্ধৃক্ষিপ্ত ধূলিজালে দৃষ্টি আবরিত
 অন্ধ ‘দরশন’ কহে, বস্তু বিনা সব
 অলীক কল্পনা মাত্র অতি অবাস্তব ।
 ‘জ্ঞান’ তাই ভূতাসম বর্ত্তিকা জ্বালায়
 জড়-প্রকৃতিব বস্তু-বিপণিশালায় ।

পরীক্ষা-আগারে হোথা বসিয়া ‘বিজ্ঞান’
 একাগ্র অনন্তমনে করিছে কি ধ্যান
 মানবমঙ্গলপস্থা ? নয়—তাহা নয় ।
 যে চিন্তায় চিন্তিত তার একান্ত তন্ময়
 নহে তাহা কল্যাণের । ব্যগ্র বাম করে
 বিশ্বঘাতী মহামারী জীবাণুনিকরে
 পালন করিছে স্নেহে ; নিপুণ দক্ষিণে
 নির্মাণ করিছে বসি চিররাত্রিদিনে
 অমোঘ মারণ-অস্ত্র ; প্রসূতি-আগারে
 লালিত যমজ শিশু যম সম বাড়ে ।

‘বাগ্মিতা’ গাহিয়া উচ্ছে ‘বিজ্ঞানে’র স্তুতি
ভাবী নরমেধ-যজ্ঞে যোগায় আছতি ।

‘মনস্তত্ত্ব’ মেদলোভী কুমি-কীটরূপে
অবগাহি পুতিগন্ধ অন্ধ কামকূপে
আপনার অঙ্গলিপ্ত ক্লেদ-প্রসাধনে
হেমকান্তি প্রেম-তনু রঞ্জিয়া যতনে
কহে, ‘প্রেম’ ইন্দ্রিয়ের সনে স্বয়ম্ববা,
শ্রীঅঙ্গ-সুরভি তার কামগন্ধে ভরা ।
জননীর স্নেহে কিম্বা ভগিনী-প্রীতিতে,
ভাবী কল্পনায় আর অতীত স্মৃতিতে,
নবীন গ্রহণ, কিম্বা জীর্ণ পরিহার
অতনু কামের সদা প্রমোদবিহার ।
চেতনায় যদি তার চিহ্ন নাহি লাগে,
অবচেতনায় তবে নিশ্চয় সে জাগে ।
কবির কল্পনা নহে,— দন্ধ পঞ্চশব
লভিয়াছে বিশ্বব্যাপী নব কলেবর ।

কপট প্রণয়ে গাহে ক্রুর ‘রাজনীতি’
মহামানবের মৈত্রী-মিলনের গীতি ।
সাজাইয়া অর্ঘ্যডালা সমরসস্তারে
শাস্তির চরণ-তলে রাখে ভারে ভারে ।

নীতি তার পক্ষপাত, ত্রায় অস্ত্রবল,
 শাসন সৌহার্দ্য, স্নেহ শোষণ কেবল ।
 বিখণ্ডিত মানবতা ধর্ম্মে অর্থে কামে
 নিয়োজিত তার স্বার্থে অশ্রান্ত সংগ্রামে ।
 ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, রণতন্ত্র-আদি
 একে একে সব তন্ত্র দেখিয়া আশ্বাদি
 অতন্ত্র নৈরাজ্যবাদে এবে উপনীত,
 নাই নাই বিশ্বময় নিয়ত ধ্বনিত ।

দাবাগ্নি-দহন সম ঘোব দৈন্ত্রজালা,
 সম্পদেব স্বর্ণময় উচ্চ পণ্যশালা
 তুলিছে শিখর একে অন্ত্রে মেলে শিখা—
 পাপজীর্ণ যুগান্তের যুগ্ম-বিভীষিকা
 আঘাত-উত্তত দুই দৃঢ় বজ্রমুঠি
 রোষ-ভরে পরস্পরে হানিছে ক্রকুটি
 দাঁড়াইয়া মুখোমুখি ; মরণ-সংগ্রামে
 নাই জানি অকস্মাৎ কখন তা নামে ।

অনল-নিঃস্রাবী শৈল ঘন-ধুমায়িত,
 বিংশ-শতাব্দীর বিশ্ব নির্ভয়ে শায়িত
 আসন্ন অনল-স্রাবী সেই শৈলচূড়ে,
 শবলুক গৃধ্রদল উদ্ধাকাশে উড়ে ।

জগতের জতু-গৃহে

জাগো জাগো জগতের জতু-গৃহবাসী

জাগো মুগ্ধ স্বপনবিলাসী !

ওই হের দিকে দিকে জ্বলিয়াছে দাবানল-শিখা

মর্ত্য মানবের লাগি মরণের আমন্ত্রণ-লিখা !

দাবান্নি-আলোকছটা গৃহ যাব তুলিয়াছে রাঙি

যার শিব লক্ষ্য কবি পড়িয়াছে ভাঙি

দেবতাব রুদ্র-বোম,

তাহারে সাজে কি এই নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক সন্তোষ ?

বজনী গভীর এবে, চাবিধার নিঃশব্দ নিঝুম,

নিখিলেব আঁখিপাতে নামিয়াছে গাঢ়তম ঘুম ।

কে তোমরা তন্দ্রাতুব, বন্দী দৌহে বাহুর বন্ধনে

প্রাণে প্রাণে কহ কথা হৃদয়েব স্পন্দনে স্পন্দনে ?

ওঠো জাগো, শুনে লও মবমেব অকথিত বাণী !

হয়তো না ফুরাতে কথা শূন্য হতে বহিবাণ হানি

যতনের জতুগৃহ দহিবে অনলে,

না-বলা মনের কথা চিব-মৌন রবে মর্ষতলে ।

ওই যে লোটায় ঘুমে শিশু তব গাঢ় তন্দ্রাহত

চ্যুতবৃন্ত কুসুমের মত,

আননে উঠেছে ফুটি আনন্দের স্মিত হাস্ত-রেখা

স্বপনের তুলিকায় লেখা,

ওঠো, দেখ সে হাসিটি যতক্ষণ রয়েছে অধরে ।
 হয়তো বা ক্ষণকাল পরে
 কক্ষচ্যুত উষ্ণপিণ্ড স্থিরলক্ষ্য হানিবে আঘাত
 জতুগৃহে তব অকস্মাৎ ;
 অমরার বক্ষ হতে জ্যোতিকণা ঠিকরিয়া পড়া
 ধরণীর ধূলি ছাড়ি অমরায় ফিবে যাবে ত্বরা ।
 হোথায় নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্ষেত্রে ঘুমায় সেনানী
 পুরে পুরে মৃত্যুদূত নৃত্য করি ফিরিতেছে জানি ।
 শব-লুপ্ত গৃধ্রদল ত্যজি আজি অরণ্যের নীড়
 আলয়ের আঙিনাতে গৃহচূড়ে করিয়াছে ভিড় ।
 হাঁকিছে শ্মশান-শিবা উদ্ধগ্ৰীবা রাজপথে-পথে
 বিজ্ঞান-আলোক-দীপ্ত শতাব্দীর সুসভ্য জগতে ।

মরণ আজি মেলেছে পাখা

মরণ আজি মেলেছে পাখা—
 কোথায় রবি, কোথায় রাক্ষা !
 পক্ষছায়ে পড়েছে ঢাকা

ঝাপটি পাখা ঝটিকা তুলি
 উড়ায়ে দূবে ধ্বংস-ধূলি,
 ধরেছে ধরা শ্মশান-চুলী -

বিশ্ব ;

দৃশ্য ।

মানুষ হোথা স্থাপদ সম
অথবা ত্রুর ভুজঙ্গম
বেঁধেছে বাসা অক্লতম

গর্ভে,

শোণিতধারা-সিক্ত ভূমে
লুটায় সবে মরণ-ঘুমে,
ধরণী হ'ল ধূলি ও ধূমে

অন্ধ ।

সহসা মেঘে মেলিয়া ডানা
দীর্ণ করি আকাশখানা
মৃত্যু দিল আসিয়া হানা

মর্ন্ত্যে ।

শোণিত-রৌদ্র-পঙ্করাশি
অঙ্গে মাখি অট্টহাসি
নাচিছে কে ও সর্বনাশী

চণ্ডী,

সে যেন শোন শিকার-হারা—
হিংস্র ছুটি নয়ন-তারার
দূরবিসারী আলোক-পারার

দীপ্ত,

মথিত করি নৃত্যছলে
মত্ত তার চরণতলে
ভণ্ড ভীকু দৈত্যদলে

দণ্ডি !

ভ্রমিয়া ফিরে নীলিম নভে
গগন ছেয়ে সঘন রবে
নর-মৃগয়া-মহোৎসবে

ক্ষিপ্ত ।

দানব-বল-দম্ভ ওরা !
চূর্ণ কর জীর্ণ-জ্বরার
যুগান্তের কলুষ-ভরা

কৃষ্টি !

ছিন্নশিরা ছিন্নস্নায়ু
অযুত নর হারায় আয়ু
বাষ্প-বিষে জীবন-বায়ু

বন্ধ,

জ্বালাও রোষ-অনলে তব
সভ্যতার গলিত শব !
ভস্ম হতে জাগিবে নব

সৃষ্টি ।

নব-বিধান

দিকে দিকে আশার বাণী আশ্বাসিছে নিঃশেষ—
বিলম্ব নাই, নব-বিধান আসছে ত্বর বিধে !
চলছে যে এই হানাহানি জলে-স্থলে-শূণ্যে
এসব নাকি আমাদেরি পিতৃলোকের পুণ্যে !
রিক্ত মানবতা নেয়ে উঠলে নব-রক্তে
চির-অভিষিক্ত হবে মর্ত্যে ময়ূর-তক্তে ।

সুখের কথা : কিন্তু স্বতই প্রশ্ন জাগে চিন্তে
শূণ্য ধবা ভববে কারা স্বর্গ-সুখের বিত্তে ?
দিনছপুবে বিশ্ব জুড়ে দস্যুতা ও চৌর্য্য
চলছে যাদের, জ্বলছে যাদের সর্বনাশা শৌর্য্য,
কাম্য যাহা, বম্য যাহা—নিঃশেষে সব ভস্মি,
গুণ-গবিমাব দীপ্তি যাদের ক্ষিপ্ত গ্রহের রশ্মি ?

সাগর-দোলায় ঘুমায় ছলে প্রমোদ-তবীর যাত্রী,
ঘুমায় সুখে ধবাব বুকে গুল্লা তিথির রাত্রি ;
হিংস্র জলজন্তু যবে অলস ঘুমে মগ্ন
যাদের কাছে ভবা-ডুবির সেই সে শুভলগ্ন ?
জীবন-তরী আঁকড়ে ধরি নিবিড় বাহু-বন্ধে
দুলছে যবে যাত্রী সবে মৃত্যু-দোলা-ছন্দে,

ভেলায় ভাসা আশায় যাবা হানছে অনল-বৃষ্টি
রচবে তারা নবীন-বিধান, গড়বে নব-সৃষ্টি !

করতে হরণ স্বাধীন জাতিব মৃত্যু-বরণ মুক্তি
শক্তি শুধুই যাদেব কাছে জন্তু-মনেব যুক্তি,
বিশ্ব-নরের ভাগ্য নিয়ে খেলছে যাবা স্মৃতি
তাদেরই দান নব-বিধান ধববে সে কোন্ মূর্তি !

তাহার চেয়ে ভোগ সে করুক যাহা আছে যাব তা,
থামাও তোমাব স্বর্গ-সুখের নব-যুগেব বার্তা !
নেপটোনা আব অক্টোপাসেব আলিঙ্গনেব গ্রন্থি,
দয়াব বশে দূরেই থাক শৃঙ্গী-নখী-দস্তী !

জাগো মহাচীন জাগো

জাগো জাগো মহাচীন,
বিশ্ব-বিহারে হে মহাস্থবির,
শাস্ত্রত সুপ্রাচীন !

তোমাতে ঘিবিয়া ঘনায়েছে আজ
দুর্যোগ ঘনঘোর

ধূম্র-ধূলির আধারে শত্রু-
 সুহৃদ যায় না জানা,
 সম্মুখে তব সদর-দুয়াবে
 দস্যু দিয়াছে হানা,
 খুলি অলক্ষ্যে খিড়কি-দুয়ার
 কক্ষে ঢুকেছে চোব।
 জাগ্রত প্রতিবাসী
 দূরে থাক্ তাড়া, নাহি দেয় সাড়া
 একটু হাসি বা কাসি।

বাহির হইল বিশ্বের যাবা
 বিস্তৃত রাজপথে
 শান্ত একেলা পান্থের খোঁজে
 করিবারে রাহাজানি
 গাহিয়া উচ্ছে নব এশিয়াব
 মহামিলনের বাণী
 জাতি-জনপদ সুখ-সম্পদ
 দলিয়া রক্ত-রথে,
 ভোল নাই মহাচীন,
 সঙ্গীতে তার, বন্ধ পাতিয়া
 লইয়াছে সঙ্গীন।

সেদিন তোমারে প্রেমের ধর্ম্যে
 দীক্ষা করিতে দান
 পাঠাইল যারা পুরোহিত
 আর পাঠাল পিছনে তার
 অর্ণবপোত পূর্ণ করিয়া
 সেনা-রগসস্তার,
 আরো পশ্চাতে পণ্য ভরিয়া
 পাঠাইল জলযান ;
 যাজক-বৈশ্য-সেনা
 অর্থ ও পরমার্থ লইয়া
 জমাইল বেচা-কেনা ।

দেহ-জয়ে তব অজেয় আত্মা
 পরাজয় নাহি মানে
 বর্ষ্ম-অসির ধর্ম্মসূত্রে
 কেমনে সে লবে মানি
 কন্ফুসিয়াস-বুদ্ধ যাহার
 কর্ণে কয়েছে বাণী !
 পিয়াইল যারা অহিফেন তব
 আত্মার কল্যাণে,
 লজ্জা রাখিব কোথা
 আজিকে তোমার মুক্তিযজ্ঞে
 তাহারা সেজেছে হোতা !

দস্যু হানিছে শাবল দেওয়ালে,
 চোর কাটিতেছে সিঁদ,
 স্বার্থে স্বার্থে এই হানাহানি
 এই ঘাত-প্রতিঘাত,
 ভাগের অঙ্ক মিলে যদি,
 ছুই দোস্তু মেলাবে হাত,
 পাড়া-পড়শীর নয়নে তখনো
 রবে কি জড়িয়ে নিদ্ !
 কে এমন যাছ জানে
 অঘোরে এমন ঘুমেব মন্ত্র
 কে শোনা'ল তাব কানে !

অঙ্গনে তব বসিয়াছে যত
 পু'বানো ঠগেব মেলা
 তুমিবার তরে কত ছল করে
 ছশিয়াব মহাচান,
 কথাব কুহকে দিনে কবি বাত
 বাত্রিবে কবি দিন
 তব সুমহান সত্তা লইয়া
 খেলিছে সূর্তিখেলা,
 কুমীরেব দাঁত-নখ
 ভীষণ, কিন্তু আঁখিজল তার
 তাব চেয়ে ভয়ানক ।

নিশীথ-শ্মশানে জমায়েছে ভিড়
 হোথায় শকুনি-শিবা,
 অস্ত্র-ঝননে বিমান-স্বনে
 কাঁপিছে সূর্য্য-সোম,
 আহত চীনের আর্ত বোদনে
 ব্যথিয়া উঠেছে ব্যোম ;
 হোথা সাবধানী চোবা চোখ হানি
 চাহিছে বাড়ায়ে গ্রীবা ।
 জাগো মহাচীন, জাগো—
 শুধু অবি নয়—কপট প্রণয়
 হইতে মুক্তি মাগো ।

লেনিন-স্মরণে

গত সমরের ক্ষতমুখ হতে
 ক্ষরিত রক্তধাবা
 আজিও পৃথ্বী লেহন করিছে
 আহত পশুব পাবা ।
 কশায়ের মত কাটিয়া কাটিয়া
 ছিন্ন অঙ্গ লইতে বাঁটিয়া
 ক্ষত-জর্জর কলেবরে পুন
 প্রহরণ হানে কারা ।

ওগো বিপ্লবী ! বিহনে তোমার
 অমোঘ বজ্রবাণী
 কে দিবে চেতনা বধিব বিশ্বে
 বিদ্যুৎ-কশা হানি !

বসেছে বিশ্ব-বৈশ্য-সঙ্ঘ
 গোপন বিপণি খুলি,
 দমকা হাওয়ায় কালো যবনিকা
 ক্ষণে ক্ষণে উঠে ছুলি ।
 চোরা-বাজারের কশাইখানায়
 বসিয়া যাহারা ছুবিকা শানায়
 উচ্চকণ্ঠে তাহারা জানায়
 নব-বিধানের বুলি ।

ওগো বিপ্লবী ! বিহনে তোমার
 অমোঘ বজ্রবাণী
 কে দিবে চেতনা বধিব বিশ্বে
 বিদ্যুৎ-কশা হানি !

মরদেহ তব অমর করিল
 যাহারা মন্ত্রবলে
 অমর তোমার বাণীবে হত্যা
 করে তারা পলে পলে ;

ক্ষুদ্র মনের ক্ষীণবল বুলি
 মৌন তোমার মুখে দিয়া তুলি
 বিপ্লবে তারা বঞ্চনা করে
 কথার কুহেলি-ছলে ।
 ওগো বিপ্লবী ! বিহনে তোমাব
 অমোঘ বজ্রবাণী
 কে দিবে চেতনা বধির বিশ্বে
 বিহ্যৎ-কশা হানি !

ক্রুর বঞ্চনা বন্ধুব মত
 হোথা মুখে মৃদু হেসে
 হীন চাতুরী'ব চোবা-বালুকায়
 লুকায় ছদ্মবেশে ।
 সারথী-বিহীন জনগণ-বথ :
 কে ধরিবে রাশ, কে দেখাবে পথ,
 শূন্য তোমার পুণ্য আসনে
 কে বসিবে আজি এসে !
 ওগো বিপ্লবী ! বিহনে তোমার
 অমোঘ বজ্রবাণী
 কে দিবে চেতনা বধিব বিশ্বে
 বিহ্যৎ-কশা হানি !

গত সময়ের শোণিত-সায়রে

সুরভিত উজ্জ্বল

তুমি ফুটাইলে মুক্ত রুশেব

রক্তিম শতদল ।

এ মহাসমব বিশ্ব-বিনাশা

এ শোণিত-স্রোত বসুমতীগ্রাসা

মেটাবে কি শুধু প্রেতেব পিপাসা,

হইবে কি নিষ্ফল ।

ওগো বিপ্লবী ! বিহনে তোমার

অমোঘ বজ্রবাণী

কে দিবে চেতনা বধিব বিশ্বে

বিহ্যৎ-কশা হানি !

নিশীথ নিযুত রাতে

রজনী গভীর এবে ;

ম্লানশীর্ণ শশীলেখা কৃষ্ণা-দ্বাদশীব

ঘুমায় আকাশপ্রান্তে, ঘুমায় ধরণী,

স্বপ্নাতুর উর্দ্ধাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ।

শুধু মাঝে মাঝে

গুরুভার পদক্ষেপে জাগ্রত প্রহরী

করে ধীবে অন্ধকার কারা প্রদক্ষিণ ।

সহসা ভাসিয়া আসে বাতায়ন-পথে
 সত্ত ঘুম হতে জাগা শিশুর ক্রন্দন,
 চকিতে জলিয়া উঠে বিদ্যুৎবন্তিকা
 নগবীর গৃহকক্ষে,
 সোহাগে ধ্বনিয়া উঠে নারীকণ্ঠস্ব
 স্নেহসিক্ত তন্দ্রা-বিজড়িত ।
 পরক্ষণে মৌনতায় যায় মিলাইয়া
 শিশুব বোদনধ্বনি, জননীর সোহাগবচন ;
 চকিতে নিবিয়া যায় বিজলীর আলো,
 ব্যাপিয়া নিখিল বিশ্ব বিরাজে আবাব
 নিস্পন্দ নীবব রাত্রি
 অনাহত অন্ধকার-ভবা ॥

স্বপ্নেব রুদ্ধভাবে বিলম্বিত কৃষ্ণ যবনিকা
 সঘনে ছলিয়া উঠে আঘাতে আঘাতে ।
 অতীতেব যত স্মৃতি
 ছিল সেথা এতদিন সুপ্ত সমাহিত,
 যেন কাব কবস্পর্শে একে একে উঠিছে জাগিয়া ।
 উত্তোলিত হ'লে ঐ কৃষ্ণ যবনিকা
 স্বপ্নের রঙ্গক্ষেত্রে শুরু হবে নাট্য-অভিনয় ।
 জনহীন প্রেক্ষাগৃহে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
 আমি হেথা ব'সে আছি একমাত্র দর্শক তাহার ।

স্মৃতি-ভীতি-বিহ্বল যাহারা
 ত্রস্ত করে দেয় টানি নিবিড় করিয়া
 বিশ্বস্মৃতির কম্পমান কৃষ্ণ যবনিকা,
 সভয়ে নিবায়ে দিয়া স্মরণের স্মৃতীত্র আলোক
 ভাবনার প্রেতভয়ে বিভ্রান্ত মানুষ
 খুঁজে ফিরে একবিন্দু নিভৃত আশ্রয়
 কভু গ্রন্থে, কভু গানে, ক্রীড়ায়, কৌতুকে ।
 অবশেষে অসহায় পড়ে লুটাইয়া
 সর্বস্মৃতিবিস্মরণী স্মৃষ্টিব কোলে ।
 কিন্তু কেন এই শঙ্কা স্মৃতিবে আপন !
 আপন অতীত হেবি কেন হেন উঠে চমকিয়া,
 উঠে যথা আততায়ী শিহবি সভয়ে
 নিরখিয়া শবদেহ স্বহস্তে নিহত
 ক্ষণিকের উন্নততা-বশে !
 হারানো অতীত সুখ
 আসে যদি বেদনাব বিভীষিকা-রূপে,
 আসে যদি বঞ্চনাব বারতা বহিয়া
 তারি ভয়ে হতে হবে
 ‘আত্মগুপ্ত শঙ্কিত শমুক’ ।
 স্মরণেব মর্শ্বকোষে
 সঞ্চিত যে আনন্দের বেদন-বৈভব
 আমি জ্ঞানি মাধুর্য্য তাহার ।

আমি দেখিয়াছি,
 মাতৃসুত-পানরত শিশুর দংশন
 জননীর অমৃত-আধারে ;
 আঘাত-উত্তত হস্ত রুগ্ন জননীর
 ললিত কপোল 'পরে ছুবন্ত শিশুব
 দেখেছি নামিতে ধীরে সুকোমল স্নেহস্পর্শরূপে ।

দেখিয়াছি আবো,
 চোখে অশ্রু মুখে হাসি লইয়া জননী
 স্নেহবশে সন্তানের রক্তিম অধব
 উদ্ভিন্ন করিয়া নিজ অধব-প্রহাবে
 চুষনে চুষনে দিতে করিয়া জর্জর
 সেই কুন্দ দন্ত-পাঁতি, দংশনে যাহার
 ব্যথাহত জননী ব স্নেহসিঞ্চু হইল উদ্বেল ।

এস স্মৃতি, মবতের মৃতসঞ্জীবনী !
 আমার নয়নযুগে দাও ছোঁয়াইয়া
 ইন্দ্রজাল-যাত্নদণ্ড তব ।
 সাথে লয়ে হাসি-অশ্রু-আনন্দ-বিষাদ
 সমগ্র অতীত মোর মূহূর্ত্তেকে উঠুক বিকশি
 বিমুগ্ধ নয়ন-পাতে ।
 আকণ্ঠ করায় পান জীবনের আনন্দ-আসব
 কর মোরে মৃত্যুঞ্জয় ; কব মোবে নীলকণ্ঠ, দেবী,
 পিয়াইয়া বেদনাব তিক্ততম বিষাক্ত পানীয় ।

কণ্ঠে ছুলাইয়া দাও
জীবনের সুখ-দুঃখ-রুদ্ধাঙ্কেব মালা,
সর্বদাঙ্গ মাথায় দাও
অতীতের চিতাভস্ম-বিভূতি-প্রলেপ ।

*

*

*

সহসা শৃঙ্খল ধ্বনিয়া উঠিল বীভৎস চীৎকার
হয়তো বা কোন নিশাচর পক্ষী ।
সে রুঢ় আঘাতে মোব সুকুমার চিন্তাতন্ত যত
ছিন্নভিন্ন হইল নিমেষে—হয়ে গেল খানখান
উঁচু স্রবে বাঁধা বাঁগার তন্ত্রী মত ।
নামিল নৈশ নাট্যমঞ্চে নূতন দৃশ্যপট ।
ও কি ও, বাহিরে আজিকে শীতের নিশীথ নিম্নত রাতে
পাতায় পাতায় তুলিয়াছে কাবা ও কিসেব গুঞ্জন !
এ কাবাগৃহের কক্ষে কক্ষে যাহাবা বাঁচিল মবি
এবং যাহাবা জীবন-পাত্র ভরিয়া মৃত্যুমদে
তিল তিল করি লভিল তিক্ত মবণেব আশ্বাদ,
আজি সেই সব অশরাবী যত পীড়িত প্রেতের দল
বন্ধ কারাব অন্ধকাবেতে করে বুঝি কানাকানি !
কভু নিশাচর পাখী কণ্ঠে বেজে উঠে ক্রন্দন,
কভুবা তাহার পক্ষস্বনে বেদনা শ্বসিয়া উঠে,
ডানার ঝাপটে হানে করতালি কঙ্কাল করে করে,
নদীর লহরী-লাশ্রে কভুবা হেসে উঠে খলখল
ক্ষিপ্ত প্রেতের দল ।

কি ওবা কহিছে জান ?

কহিতেছে ওরা, নূতন যুগেব শুনহ মানুষ ভাই,
সবার নিম্নে নর নিকৃষ্ট, তাহার নিম্নে নাই ।

জীবনে যাহারা দিল না মোদের ক্ষণিকের তরে কভু

মানুষের মত বাঁচিবাব অধিকার,

ধর্মের নামে হরিল যাহারা পবকাল আমাদের,

আইনের নামে ইহকাল নিল হরি,

ফেলি যাতাকলে পিষিল অস্থি, শুষিল শোণিত যারা,

মৃত্যুব পবে আজি

গলিত শবের গন্ধে এবং বারুদ-বাষ্পধূমে

বিশ্ব-আকাশে বিধায়ে তুলেছে মোদেব বিহার-বান্ধু—

পিশাচ আমবা—আমাদের চেয়ে মানুষ পৈশাচিক ।

ওই যে অযুত জোনাকীবা পাঁতি নিবে জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে

শাখায় শাখায় পল্লবে পল্লবে,

কে ওরা জ্বালিয়া ক্ষীণ দীপশিখা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরে

কার জীবনেব কোন্ সে হাবানো ধন !

যাহারা জীবনে কাবা-প্রাচীরের লজ্জিয়া অবরোধ

লভিল না কভু মুক্ত বায়ু ও আলোকের আশ্বাদ,

অথবা যাহারা লভিল মুক্তি হাবাইয়া চিরতরে

প্রিয় পরিজন বন্ধু স্বজন গেহ,

যাহারা যাপিল সাবাটি জীবন তাহাদের পথ চাহি

দশু দিবস গ্রহর গনিয়া স্মৃতিব শ্মশানে বসি,

সেই সব চির-হতভাগাদের আজীবন-সঞ্চিত

বঞ্চিত যত বাসনা এবং অতৃপ্ত যত আশা

খণ্ডোতিকার ক্ষীণ আলো লয়ে হাতে

আজিও আঁধারে সার্থকতার করিতেছে সন্ধান ।

প্রহরী উচ্ছে গনিছে বন্দী গবাদের ফাঁক দিয়া—

লাভ ও ক্ষতির চিত্রগুপ্ত খতাইছে খতিয়ান ॥

দেশ ও দুনিয়া

১

জাতিতে জাতিতে বেধেছে যুদ্ধ ; হোথায় আত্মঘাতী

দারুণ দ্বন্দ্ব দেশ ও দুনিয়া উঠিয়াছে দৌহে মাতি ।

দেশ চাহে যারে আবরি রাখিতে আপন আঁচল-ছায়,

দুনিয়া তাহারে ডাকে বিশ্বের বিস্তৃত আঙিনায় ।

২

দেশ কহে, যারে করাইলু পান স্তম্ভপীযুষ সনে

মোর সুখ-দুখ আশা-আশঙ্কা ব্যথা-আনন্দধাবা,

জননী-জরায়ু-জঠর-শায়িত অসহায় শিশু পারা

বাঁধা মোর সাথে স্নায়ু ও শিরার শতবিধ বন্ধনে ;

রঞ্জিত যাব তনু স্নকুমার মোর রজ-প্রসাধনে,
চাহি মোর মুখ শিখিল যে জন মুক কঁাদা আর হাসা,
কথাহীন যার মৌন কণ্ঠ লভিয়া আমাব ভাষা
আমারে ডাকিল প্রথম মধুব মাতৃ-সম্বোধনে ;
মোব আঙিনায় সাজাইনু যাব শৈশব-খেলাঘর
আমার পেলব পলিমাটি দিয়া খেলাব পুতুল গড়ি,
মোহ-মদঘোরে মাতালের মত কতু উঠি, কতু পড়ি
শিখিল যে জন বাড়াতে চবণ মোর ক্ষিতি নির্ভব,
মোব অঞ্চলপ্রাপ্ত অবধি তাহাব বিহাবভূমি ;
হোক উদ্বেল—তথাপি সিন্ধু উথলায় বেলা চুমি ।

৩

কহিছে ছনিয়া, স্নেহ-শৃঙ্খল রচিয়া আপন করে
দিও না পরায়ে পবম যতনে প্রিয়জন-পায়ে হায়,
শাসন অথবা স্নেহ দিয়ে গড়, বন্ধন-বেদনায়
বিকল করিতে শিকল-বান্ধন সমান শকতি ধরে ।
লভিয়া জন্ম নদী-নির্ঝর গিরি-দরৌ-কন্দবে
রহে কি রুদ্ধ আপন ক্ষুদ্র জন্ম-জরায়ু-কূপে !
উৎস উছলি ব'য়ে যায় চলি চপল প্রবাহরূপে
দূর হতে দূরে—ক্রমপরিসর ছস্তর কলেবরে ।
কত না নগর, গ্রাম, জনপদে বিতরি নিঝরিণী—
কূলে কূলে তার কল-কল্লোল কল্যাণ-পরিবেশ

প্রবাহিয়া চলে, কতটুকু তার পেল বা না পেল দেশ
 তীরে সে বসিয়া হিসাব কষিয়া করে না তো বিকিকিনি
 সত্য, নিঝব গিরিনন্দিনী, শুধু সেই অপবাধে
 চিরবন্দিনী রবে কি পাষণ-কাবাব প্রাচীর-বাঁধে ।

৪

হোথা গিবিরাজ দাঁড়ায়ে মৌন মহিমোন্নত-শিব
 শুনিতেন এ ঘোব বিতর্ক দেশ ও ধরিত্রীব ।
 সম্বোধি দৌহে গম্ভীর নাদে কহিল আচম্বিতে,
 অয়ি মহিয়সী মহিলায়ুগল, শোন অবহিত চিতে :
 দেশ যদি চাহে ধবিয়া বাখিতে আপনাব সম্মানে
 চতুঃসামায় স্তূর্লজ্য গভীর গণ্ডি টানি—
 অমার্জ্জনীয় অপবাধ তাহা আমিও সে কথা মানি !
 কিন্তু ছুনিয়া চাহে যদি তাবে ছুনিবার্য্য টানে
 আমূল উপাড়ি আপনাব পানে কবিত্তে আকর্ষণ,
 কোথায় সে পাবে জীবন-রসের অমৃত বর্ষণ
 বিনা স্বদেশের মেঘ ও মাটির অকুপণ অবদানে ।
 টুটিয়া বন্ধ দূর হতে দূরে নিঝব ছুটিয়া চলে :
 কোথায় সে পেত চরণে ছন্দ, কণ্ঠে সে কলগান,
 উৎস যদি না ঢালিত উছলি প্রাণধারা অফুরান ?
 প্রবাহ তাহাব হ'ত পবিণত পঙ্কিল পল্লে ।
 অভিসার-শেষে নদী গিয়া মেশে স্নদুর সিন্ধুজলে,

মেলি সহস্র শুক জিহ্বা তৃষাতুর রবিকর
 শুষ্কিয়া সলিল অসীম শূন্যে বিবচে মেঘস্তব ,
 সে মেঘ-বাস্প আশ্রয় লভি মোব হিমহিয়াতলে
 শতধাবে পুন পড়ে সে ঋবিয়া আপনাবে কবি লীন,
 বিন্দু-প্রমাণ শুদ্ধিতে মায়েব সিন্ধু-সমান ঝাণ ।

স্পর্শিত শিব উর্দ্ধ আকাশে উস্তোলি অবহেলে
 দেশেব মাটিতে দাঁড়াইয়া আমি অচল অটল স্থাণু
 স্নদূব দেশের গগনে নিত্য নিবখি উদয়-ভান্ন—
 কিরণ-কলাপী সম ধীবে তাব আলোব পেখম মেনে :
 চুড়ায় চুড়ায় দীপ্ততুষাব মুকুটমুকুব-পটে
 ঠিকবিয়া পডি সে আলোক উঠে দিব্য বিভায় ঝলি,
 কোটি বিহগেব কাকলি-কণ্ঠে চকিত বনস্থলী
 নিশার নিকষে নবীন উষাব উদয়-বারতা বটে,
 বাতাসেব বেগে ভেসে যাওয়া মেঘে নিবখি স্নদূর নভে
 মোর অরণ্য অটবী উর্দ্ধে অগণিত বাহু তুলি
 করে আহ্বান, মুগ্ধ জলদ আপন লক্ষ্য ভুলি
 ভরি দেয় মোর দেশের দৈন্য ববষাব বৈভবে ।
 দেশের মাটিতে নাহি বয় যদি মানস-তরুব মূল
 ফোটে ছনিয়াব অমূল তরুতে অলীক স্বপ্নফুল ।

কবির প্রতি

হিমাচল হতে কুমারীকা যেন নিঝুম নিষুত স্বপনপুর,
হে কবি, তোমার বাঁশবীতে আর বাজায়ো না ঘুম-পাড়ানো সুর ।

স্বপন-সায়বে বিছায়ে শয়ন

কল্পনা-জাল ক'রো না বয়ন,

উদার অসীমে উধাও নয়ন ভাবে ঢুলু ঢুলু তন্দ্রাতুর

নীরব নিঝুম স্বপনপুরীতে বাজায়ো না ঘুম-পাড়ানো সুর ॥

বাঁশবীর সুরে দিবানিশি বুকে ডেকো না গো কবি, দখিনা বায়,
সুর-হিল্লোলে মরণের কোলে সারা দেশ ঢ'লে পড়িবে হায় !

জোছনা মলয় কিশলয়-কলি,

পাপিয়ার গান, পিকেব কাকলি

ছিল চিরদিন, রহিবে সকলি মোহের শিকলি পরাতে পায়,

বাঁশরী'ব সুরে এ স্বপনপুবে দিবানিশি বুকে ডেকো না তায় ॥

বঙ্গবাণীর কবিতাকুঞ্জে ওই শোন আজি পাতিয়া কান—

ওঠে দিশি দিশি করুণ কণ্ঠে ব্যর্থ প্রেমের বেদনা-গান ।

তুলি ক্ষণে ক্ষণে মিলনে বিবাহে

যৌবন আজি জড় সম রহে

ভুলি রমণীর রূপ-সমারোহে মরণের মোহে মুহুমান—

হে কবি, তোমার বাঁশরীতে আর বাজায়ো না ঘুম-পাড়ানো গান ॥



বিরহ-বেদনা-সঞ্জাত হৃদি-পঙ্কর-ভেদী তীব্র শোক—

মধুপ-পুঞ্জ-গুঞ্জনগীতি কবিতাকুঞ্জে স্তব্ধ হোক !

যে জাতি বিশ্ব-মানব-সমাজে

নতমস্তক ধিকৃত লাজে,

তাহার কণ্ঠে কোন্ সুখে বাজে নারী-বন্দনা-ছন্দশ্লোক !

বিবহের ব্যথা মিলনের কথা কবিতাকুঞ্জে স্তব্ধ হোক ॥

কুজন-কাকলি সবিসাদে ভুলি হউক মোন পাপিয়া পিক,

জোছনাব হাসি তমসায় মিশি ঘোব অমানিশি বচিয়া দিক ।

পরাদীনতার তিনক-পঙ্ক

অঙ্কিত ভালে চিবকলঙ্ক,—

মসৌবিলিপ্ত জীবন-অঙ্ক-জগৎ চাহিয়া নিৰ্মিমিত

জোছনার আলো কেন আব জ্বালো—কেন গাহে বল

পাপিয়া পিক

নিপীড়িত নর-আত্মার ব্যথা কণ্ঠে গুমরে রুদ্ধ-বাক্

হে কবি, তোমার বাঁশবী-রক্তে মোন সে ব্যথা মুক্তি পা'ক ।

গাবে যদি তবে গাও সেই গান

মরা গাঙে যাহে উছলিবে বান,

জীবন-যমুন বহিবে উজ্জান উচ্ছ্বাসে রচি ঘৃণিপাক

ক্লৈব্য-কালিমা, কুণ্ঠা-কলুষ অতল নিম্নে ডুবিয়া যাক ॥

স্বদেশীর একাল ও সেকাল

মাফ্ কব দাদা, হয়েছে কস্মব, হইযাছে ঝক্‌মাবি ;
স্বদেশী কবিতে হয়েছিল সাধ
ক্ষমা কব মোব সেই অপবোধ
স্বদেশীর কথা কহি যদি ফেব, কষিযো ছু-চার বাড়ি ।

কে জানিত বল স্বদেশী করিতে
এতেক শাস্ত্র হইবে পড়িতে
ঠাসিয়া মগজে হইবে ভবিতে
এতেক তত্ত্বকথা !
আমি ইঁস্কুল-পালানো ছাত্র
ছিল না পড়াব বালাই মাত্র
পঠনের নামে দহিত গাত্র
অগ্নি-দহনে যথা ।

কত না 'Ism' কতবিধ 'Logy'
সবাই সমান কহিছে গবজি,
কাহাবে ত্যাজিয়া কাহাবে বা ভজি
ঠেকিনু বিষম দায়,
টেবিলে জমিছে বইয়েব পাইল
জমিছে পেপাব-কাটিং ফাইল
তাহাদের চাপে দশা যে কাহিল
সে কথা কহিব কায় !

স্বদেশী বলিতে বুঝেছিহু সার
মুক্ত কবির স্বদেশ আমার,
শত্রু যে জন সেই সাধনাব
সে ঘোর শত্রু মম,
মোর সে পুণ্য সাধন-যজ্ঞে
আসিবে যে জন সঁপিতে অর্ঘ্যে
যে কোন দেশের দলেব হোক্‌গে
মিত্র সে প্রিয়তম ।

কেমনে সাধনে লভিব সিদ্ধি
লভিলে পাইব কোন্‌ সে ঋদ্ধি
কুসীদ-জীবীর চক্রবৃদ্ধি
হিসাব ছিল না জানা ;
শিথি নি সৃক্ষ কৌশলকলা
প্রাণ বাঁচাবার শত ছুতো-ছলা
পক্ষী-জননৌ যেমন উতলা
বক্ষিতে নিজ ছানা ।

তোমবা দুয়াবে পবদা টানিয়া
শাস্ত্র-বারিধি যতনে ছানিয়া
ডুবুরীর মত যোগাও আনিয়া
যুক্তি-শুক্তিরাজি ;

দাও ফিরে মোর সে আদিম কাল
 সে প্রাণের বেগ খব উত্তাল,
 উর্গনাভের তন্তুর জ্বাল
 হইতে মুক্ত আজি ।

বৈশাখী-পূর্ণিমা

(তথাগত-স্মরণে)

সেদিনও এমনি বৈশাখী পূর্ণিমা,
 এমনি সেদিনও জোছনা-জোয়ারজল
 আকাশ-ধরাব আদি ও অন্ত সীমা
 ব্যাপিয়া ছাপিয়া হয়েছিল উচ্ছল ।
 অবাধ অসীমে এমনি অদেখা পাখী
 নৈশ নীলিম সচকিয়া থাকি থাকি
 আকুল কণ্ঠে কাহাবে যেন বা ডাকি
 মেলিল পক্ষ দিশাহাবা চঞ্চল ।

উর্দ্ধগগনে উন্মুখ আগ্রহে
 সপ্তঋষির নয়নে না আসে ঘুম
 নিদ্রাহাবা চোখে নিম্নে চাহিয়া রহে—
 এখনো ধরণী কেন হেন নিব্বুম !—

এখনো শঙ্খ কেন না ফুকারি উঠে,
বহি সে বারতা পবন কেন না ছুটে,
দিগ্ধদেব কেন না তন্দ্রা টুটে,
নবজাতকেব কে দিবে ললাটে চুম !

নিম্নে নিত্য নিপীড়িতা এই ধবা
ব্যথার বিলাপে যাপিছে দুঃখবাতি,
রোগ শোক আর মৃত্যু-জীর্ণ জরা
স্মৃতিকা হইতে শ্মশান অবশি সাথী ।

নিষ্ঠুর দেবতা ওগো অন্তর্যামী,
এত যে কাঁদিমু এত যে ডাকিমু আমি,
আমাব আঙনে তবুও এলে না নামি,
নিবে আসে ওই নিশীথেব দীপভাতি ।

সহসা স্তম্ভ আবস্তি-বাজ্রপুবে
সদৃজাত সে শিশুব রোদনধ্বনি
বাজ্রিয়া উঠিল কান্ত করুণ স্রবে ;
চকিতা পৃথ্বী বিস্ময় মনে গনি—

নিশীথ-শয়নে যেমন উঠিল বসি,
পারিজাত ফুল ঝাঁচলে পড়িল খসি,
ধরাব ধূলায় অমরাব ভরা শশী
আঁকি দিয়া গেল আলোকের আলপনী ।

তারায় তারায় শিহরণ উঠে জাগি,
জাগে রোমাঞ্চ ধবণীব তৃণে তৃণে,
মহামানবেব মহাবির্ভাব লাগি
বন্দনাগান বাজিল বিশ্ববাণে।

আজি তথাগত পুনঃ পূর্ণিমাতে
দাঁড়াইল আসি ধবণীব আঙিনাতে,
মুঢ় মানবতা ! কঢ় এ আত্মঘাতে,
চিতার আলোকে তাহাবে লবে না চিনে !

আজ্ঞো কি পাঠাবে নিশাচর ব্যোমচারী
মৃত্যুবর্ষা বিমান-বাহিনী তব,
আজ্ঞো কি তাহাবা নীলাকাশ দিবে পাড়ি
মানব-মৃগয়া সঙ্কানে নব নব !

আজিকাব—ওগো, শুধু আজিকার মত
ক্রুদ্ধ আয়ুধ নাহি হোক উত্তত,
উদ্ধতশির শ্রদ্ধায় করি নত
বুদ্ধের পায়ে মার্জ্জনা মাগি লব।

বিশ্বের বিনাশযজ্ঞে

দূর দিকচক্রবালে অনল-অক্ষবে ওই উঠিয়াছে দীপি
জগতেব ধ্বংস-যজ্ঞে ভাবতেব আমন্ত্রণ-লিপি ।
ভয়ার্ত্ত ভারত ! হেবি সমুদ্রেল সমর-অশ্বুধি
তুমি চাহ প্রাণপণে সে প্লাবনে বাখিবাবে রুধি
আশ্রম-কুটীবদ্বাবে ! তুমি চাহ ডুবাইয়া দিতে
অস্ত্রের অশনিশব্দ চবকাব গুঞ্জন-সঙ্গীতে !
লক্ষ কোটি নববক্তে শবাসনে অভিষেক যার,
তুমি চাহ ঐকি দিতে জিহ্বাংসাব জঘন্য ধিক্কাব
রুধিবাক্ত তাব ভালে ! তোমাব সে কলঙ্ক-লাঞ্ছন
শিবে শোভে তাজ হযে দীপ্ত যেন কমিত কাকুন ।
ধ্যানমগ্না মহাশক্তি শান্ত স্থিব প্রলয়-পাথাবে
উদ্ধত মানব আজি ক্রৌড়াচ্ছলে জাগায়েছে তারে ।
উদ্বোধিতা বণচণ্ডী লোল জিহ্বা কবিয়া বিথাব
ক্ষুধিত খর্পব মেলি মাগিতেছে নববক্তধাব ।
রক্ত চাই—বক্ত চাই—চামুণ্ডাব অতৃপ্ত ক্ষুৎক্ষাম
বাড়ব-বহিব মত বিশ্ব বেডি জ্বলে অবিবাম ।
আবক্ত বিনাশযজ্ঞ, তুমি নহ অগ্নিহোত্রী তার,
দাস সম চল তাই স্কন্ধে বহি সমিধসম্ভাব
যজ্ঞভূমি অভিমুখে ; দাসত্বের সেই তব দান
হত্যার কলুষ দিবে, দিবে না সে হোতার সম্মান ।

কালবৈশাখী ঝড়

(কোমিষ্টানের বিলোপ উপলক্ষ্যে)

বিশ্বভুবন ছলিয়া উঠেছে কালবৈশাখী ঝড়ে,
প্রলয়ের মেঘ ঝটিকাব বেগে ছুটিয়াছে দিশেহারা
মত্ত জলধি-জোয়ারের মুখে জলজ গুল্মপাবা ;
লক্ষ পবাণ পক্ষ ঝাপটে পঞ্জব-পিঞ্জবে ।

দুর্দিন শেষে ঘনায়ে আসিছে দুর্যোগ-অমানিশা,
আকাশ বসুধা আধাবি উড়েছে ধ্বংসেব ধূলিজাল,
সিন্ধু সবিৎ কানন অটবী হইয়াছে উত্তাল ;
বিশ্বনবেব মুক্তি-তবণী তিমিবে হাবাল দিশা ।

তুচ্ছ কবিয়া তুফান, তুলিয়া শিখব অভ্রলিহ
হোয়াইট হল ও হোয়াইট হাউস বাইথ আব ক্রেমলিন
তেমনি আজিও বয়েছে দাঁড়ায়ে—ছিল যেথা এতদিন
বণিক-সজ্জ ধনিক-সভাব বুথা বিতর্ক-গৃহ ।

শুধু উড়ে গেল চাষী-মজুরেব বারোয়ারী আটচালা
মুক্তিতীর্থযাত্রীদলেব জীর্ণ পান্থশালা ।

হক-কথা

[কবিতাটি বক্সা বন্দীশিবিরে লিখিত। জেলখানা হইলেও রক্ষনশালায় ডেটিনিউদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রবর্তিত ছিল। ডেটিনিউগণ রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজদিগকে কয়েকটি চৌকায় বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই দলীয় ভিত্তিতে নিজদিগকে বিভক্ত করিবার স্বর্গীয়তাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ এই কবিতাটি লিখিত হয়।]

ওগো বিপ্লবী ভাই !

নিছক আজিকে ব্যথাব তাড়নে যে কথা বলিতে চাই,
জাতিব পাঁতিতে সে কথা আমার থাক্ বা না থাক্ জমা—
কোন ক্ষতি নাই, অপ্রিয় হ'লে কবিও আমাকে ক্ষমা।
এতকাল ধবি আপনারে নিয়া খেলেছ অনেক কঁাকি,
যাহা নও তাই জাহির কবেছ, যাহা হও তাহা ঢাকি।
ভাবের ঘটায় ভাষার ছটায় বচিয়া ইন্দ্রজাল
দুগ্ধপোষ্য শিশুবে মুগ্ধ করিয়াছ এতকাল,
বচন-বচনে এতকাল ধবি ভুলিয়াছে বটে ভবী,
কথাব কুহেলি ভেদিয়া আজিকে উদ্বিছে সত্য-রবি !

আথেবী এসেছে আজ :

চালাই কবিয়া বেছে নিতে হবে মেকী-খাঁটি কথা-কাজ।

তুমি বিপ্লবী কি না

কে তাব সাক্ষী তুমি আর তব অন্তর্যামী বিনা !

সত্যই তুমি বিপ্লবী কি না—সে কথা বুঝিতে ভাই,
 সরকার দিল যে খেতাব—কোন দবকার তাহে নাই ।
 আপনার বুকে কান পাতি শোন, সেথায় বাজে যে ধ্বনি
 বল তো বন্ধু, সেই সে আওয়াজে বাজে কাব আগমনী ?
 যে শোণিতধাব নাচিছে তোমাব ধমনীর মাঝখানে
 কি তাব ছন্দ—সে কথা বন্ধু, তুমি ছাড়া কেবা জানে ?
 যত সাধ তব তাবকাব সম উদিয়া চিন্তাকাশে
 আপন মনের গোপন আধাবে ক্ষণে ভোবে, ক্ষণে ভাসে,
 কতগুলি তার আপনার দাহে ক্ষিপ্ত গ্রহেব পাবা
 অকাবণ জ্বলি আকাশ উজলি আধাবে হইল হাবা ;
 কতগুলি তাব লোটে নি ধূলায় আশার বৃন্ত টুটি
 জীবনেব ছায়া-পথেব দুধাবে আজিও বয়েছে ফুটি—
 জবাব দিবে কে ? শুধাও বিবেকে, উত্তর দিবে সেই,
 কেতাবে কিম্বা খেতাবে বন্ধু, ইহাব জবাব নেই ।

ঘোব দুর্যোগ-রাতে

ক্ষিপ্ত প্রলয় নটবাজ যবে দৃপ্ত চবণাঘাতে
 আলোড়িয়া তোলে সুপ্ত সিঁধু, শান্ত অবগ্যানী,
 নিভাইয়া দেয় চন্দ্র তাবকা যবে ফুৎকাব হানি,
 চরণ-আঘাতে সপ্ত সিঁধু উল্লাসে ওঠে ছলি,
 বাসুকীর সম যবে তরঙ্গ লক্ষ শীর্ষ তুলি

লক্ষ মুখের রোষ-লেলিহান লক্ষ বসনা দিয়া,
 নির্গত বিষ সাগর-বেলায় ওঠে যবে ফেনাইয়া,
 ইচ্ছা কি হয় নিমেষে বন্ধু, নীলকণ্ঠেব পাবা
 শিব পাতি ধবি জাহ্নবী সম রুদ্রেব বোষণাবা
 তীব্র তবল তপ্ত গরল নিঃশেষে কবি পান
 আর্ন্ত আতুব মর্ত্য মানবে কুপায় করিতে দান

প্রলয়-পয়োমি ছানি

বাসব-ভোগ্য আসবপূর্ণ অমৃতপাত্রখানি ?
 ইলিস্ত্যাম বো'ব দপ্তবখানা ঠিকুজি তোমাব বাথে
 এই প্রশ্নের উত্তর যদি জিজ্ঞাসা কব তাকে :
 সে বলিবে, নাহি জানা,
 ধর্ম্য আমাব কর্ম্য আমাব আঞ্জীবন জেব টানা ।

জানি গো বন্ধু, জানি,
 চূর্ণ কবেছ উদ্ধত তব চরণ-আঘাত হানি
 সমাজ ধর্ম্য রাষ্ট্রেব যত বিধি-নিষেধেব বাঁধ,
 ছিন্ন করেছ স্নেহেব শিকল, প্রেমেব মোহন ফাঁদ ;
 সব কথা জানা আছে,
 জানি নাই শুধু সদা অলক্ষ্যে নিয়তি ফিবিছে পাছে ।
 ওগো সন্ন্যাসী ! আজি ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে তব বাণী :
 একদিন তুমি কেঁদে বলেছিলে শিরে করাঘাত হানি,

হিঁদুব ধর্ম—বেদ ও ব্রহ্ম উদার বিশ্ব ছাড়ি
 অতি ভয়ে ভয়ে আজি আশ্রয় করেছে ভাতের হাঁড়ি ।
 আজ যদি তুমি বাঁচিয়া থাকিতে দেখিতে ব্রহ্মচারী,
 ভাতের হাঁড়িতে আশ্রয় তরে করিতেছে কাড়াকাড়ি
 নব বাংলার বিপ্লবীদল ধর্মধ্বজী সাথে,
 অশ্রুপাথ্য হারাইত কূল দুঃসহ বেদনাতে ।
 বিশ্ব যাহারা বিস্তৃত নিঃস্ব চিব-পরিচয়হীন
 আজ চোকাব নম্বর-ক্রমে তাবা এক-দুই-তিন—
 এই নয় শেষ ; কালে কালে আবে যত মত যাবে বাড়ি
 মত সনে পথ পৃথক হইবে, পথ সনে হবে হাঁড়ি ।
 হায় বিপ্লবী ! কোন মোহে আজ ভুলিলে আপন ব্রত !
 তুমি চেয়েছিলে কুড়ায়ে কুড়ায়ে ছিন্ন খণ্ড যত
 এক অখণ্ড অভিনব দেহ গঠিয়া পুনর্ব্যব
 সাধনাব বলে কবিরে তাহাতে নব প্রাণ-সঞ্চার ।
 সস্তা দবের মস্ত কথার আস্তাকুড়েতে বসি
 অংশেবে ভগ্নাংশ করিছ আঁশবঁটি দিয়ে ঘষি ।

ভূত ছাড়ে সরিষায়—

সরিষাব মাঝে ভূত ঢোকে যদি, বল তবে কি উপায় !

সে তো নহে দূর ; সমুখ সমবে নলিনী* পড়িয়া ভূমে,
 নয়ন তাহাব মুদিয়া আসিছে মরণেব মোহঘূমে,

* বিপ্লবীবীর নলিনী বাগচী ।

শত্রু শুধায় আহত বীবের মৃত্যু-শিয়রে বসি,
 কি নাম তোমার ? কহিল নলিনী, অতি ধীবে নিশ্বসি,
 ‘শাস্তিতে মোবে মবিবাবে দাও— ত্যক্ত ক’বো না মিছে !’
 আজো বাংলাব আকাশে বাতাসে সে বাণী সঞ্চবিছে ।
 সে কি জানিত না নামটুকু তার বাহিরিলে নিশ্বাসে
 সোনার আখরে লেখা রবে তাহা বিপ্লব-ইতিহাসে ?
 শিল্পী ঝাঁকিবে চিত্র তাহার, কবি বিবচিবে গাথা,
 দৈনিক আব মাসিকে এবং সাপ্তাহিকের পাতা
 তাহাবি কাহিনী বক্ষে বহিয়া বিবাজিবে ঘরে ঘবে ?
 শেষ নিশ্বাস নীববে তথাপি মিলাইল অম্বরে ।
 আজিও ষাহাবা পথে ও প্রবাসে মরণ-আহবে মাতে
 ডান হাতে ধবি মাবণ-অস্ত্র, হলাহল বাম হাতে,
 ঠিকুজি কোষ্ঠী জ্ঞাতি ও গোষ্ঠী জান কি তাদের ভাই ?
 বাঁচিলে ফেবার, মবিলে ফর্সা—চেনাব ভরসা নাই ।

বাহিরে ডাকিছে কাজ :

রান্নাঘরের ঝান্না লইয়া কান্না সাজে কি আজ !
 ভাব মনে মনে বুঝি জনে জনে লয়ে কীচেনের ভাব
 হয়েছ বুয়ার-ওয়ার-বিজয়ী বীব লর্ড কীচেনার ।
 নিয়তির টানে ভাসিয়া উজ্জানে যেথায় এসেছ তুমি
 বন্ধু, তোমার ভাবী সাধনার সেই সে তীর্থভূমি ।

আপন ক্ষুধার সুধা আশ্বাদে বুঝিতে পাব কি ভাই,
 জঠর-জ্বালাব বিপ্লব চেয়ে বড় বিপ্লব নাই ?
 পার কি বুঝিতে, যতদিন ববে স্নেহ-সুখভরা গেহ,
 যত দিন ববে পাত্র পূর্ণ চৰ্ব্বা-চূষ্য-লেহ,
 ততদিন তরে ভাই,
 বিপ্লব হবে কাগজে-মগজে, বুকে তাব স্থান নাই ?

শ্রোতের শৈবাল

এক

হলে ও হাতুড়ে গড়িয়া তুলেছে ধবণীব সম্পদ,
 কমলাব পাদপীঠে তাই শোভে কনকেব কোকনদ
 বিশ্বকর্মা তবু
 নিঃশ শিল্পী, স্বর্ণ-বণিক কুবের তাহাব প্রভু ।
 মাঠ-মালঞ্চ যাহাবা সাজায় শস্যে ও ফুলে ফলে
 তাদের বক্ষে শত বেদনাব শ্মশান-বহ্নি জ্বলে ।
 জঠরে জ্বলিছে যেই দাবানল তাবই উত্তাপে হায়,
 কালি পড়িয়াছে নিষ্প্রভ ছুটি নয়নের কিনাবায় ।
 উদর ফুলেছে ভূধর সমান প্লীহা-মকৃত চাপে,
 লাঠি ভর দিয়া চবণ বাড়াতে থরথর দেহ কাঁপে ॥

কাবুলী হইতে ঋণ লয়ে তবু বহাল করেছে হাল,
 বাকিতে ছুতোব লাজল গড়েছে, কামাব গড়েছে ফাল ।
 বীজ কিনিয়াছে মহাজন হতে হাওলাত ক'বে টাকা,
 'জন' দিয়ে জমি চষিয়া দিয়াছে বেগারে ছিদেম কাকা ।
 নিজ হাতে জমি নিড়েন দিয়েছে জলে ভিজ়ে, রোদে পুড়ে,
 কোমব সমান জাগিয়াছে ধান তাই আজি ভুঁই ফুঁড়ে ।
 দেখিতে দেখিতে সজীব শ্যামল গাছেব গর্ভ চিবি
 বাহিবিল শীষ, দীনেব জীর্ণ পর্ণকুটীব ঘিবি
 জলিয়া উঠিল আশাব আলোক—কমলাব কুপা হাসি,
 ক্ষেত পানে চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে খামাব চাঁচিছে চাষা ।
 পৌষ না যেতে হ'ল ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা অবসান,
 গাড়িতে গাড়িতে খামাব-বাডিতে জমিয়া উঠেছে ধান ।
 প্রভাতেব হাসি না ফুটিতে চাষা মলনে জুড়িল পাক,
 দেখে কোথা থেকে জুটে একে একে যেন তীর্থেব কাক—
 বাজার পেযাদা, ছুতোব কামাব, কাবুলী ও মহাজন ;
 চাষার আশাব বোধন-বাঁশীতে বাজিল বিসর্জ্জন ।
 বৃকেব শোণিত সেচন কবিয়া, ভিজ়ায়ে ঘর্ম্মজলে,
 যক্ষেব সম আগুলিয়া বাখি আপন বক্ষতলে
 তিল তিল কবি বাড়়ায়ে তুলিল কামনা-কল্পতরু,
 ধ্বংস হয় নি কীট-দংশনে, চবিয়া খায় নি গরু ।
 সাধনার ধনে আজ যবে তার খামাব উঠিল হাসি,
 জমিদাব আর যম সম যত মহাজনগণ আসি

শকুনির সম পক্ষ মেলিয়া সোনাব ফসল চাকি
 খাতায় খতায় সুদে ও আসলে কত টাকা হ'ল বাকি ।
 মাড়া হ'লে ধান কাড়াকাড়ি করি নব-গৃধিনীর দল
 যে যার মতন লইল লুটিয়া, চাষী বসি বিহ্বল ।
 ওদিকে কুটীরে কৃষক-পত্নী উনানে চাপায়ে হাঁড়ি
 ভাবিছে বসিয়া বেলা গেল, কই, এখনো এল না বাড়ি !
 দম্ম-দলেব লুণ্ঠনশেষ যে কটি শস্যকণা
 পড়েছিল ভূমে, কৃষক আব তা বস্তায় তুলিল না ।
 বাড়ি এসে দেখে, পথ্য অভাবে সাবাদিন উপবাসী
 রুগ্ন শিশুটি কাঁদিছে ক্ষুধায়, গৃহিণী শুধায় আসি
 “ধান কোথা? কাল কি হবে বল তো আজ যদি নাহিকুটি?”
 “একদানা নাই,—দেনার দায়েতে সব নিয়ে গেছে লুটি
 রাজা মহাজন মিলে ;
 কেন আব মায়া, চল চ'লে যাই সাথে নিয়ে ছেলেপিলে
 শহরের পানে, বয়েছে সেখানে কত কল-কারখানা,
 কাদা পাঁক খেটে মিছে মবা খেটে, জুটে না পেটের দানা ।”
 একদা তখনো ফোটে নি উষাব আলোকেব শতদল,
 গ্রাম-দেবতার দেউলে ঢালিয়া তপ্ত অশ্রুজল
 বাহিব হইল পথে ;
 জমিদার চলে সমীকসেবনে চাপি দ্বিচ্ছ্রবথে ।

দুই

জুড়াতে দহনদাহ

তপ্ত কটাহ হইতে এ যেন বহ্নিতে অবগাহ ।

হেথা কোথা তার ক্ষেত্র উদাব শ্যামল শস্যভবা,
কোথা বেণুবন, গোষ্ঠগহন, গোপাল গোধেমু চবা,
বায়ু থবথব শ্যাম প্রান্তব প্রাঙ্গণে সারাবেলা

হেথা কোথা হায় আলো ও ছায়ায় খেলে লুকোচুবি খেলা !

কোথা মালঞ্চ ফুলে ফুলময়, তুলসীমঞ্চবেদী,
কোথা মঙ্গলশঙ্খনিবাদ অশুভশঙ্কাছেদী ।

স্বজনেব স্নেহ, বন্ধুব প্রীতি, মাটির মমতা মোহ,

কোথায় কাননে কান্তাবে বনে সুষমাব সমাবোহ ।

কোথা সে জীর্ণ পর্ণকুটীর আপনাব হাতে ছাওয়া—

অবাবিত আলো, অবাধ জোছনা, মুক্ত মদিব হাওয়া,

দিবসে ও বাতে প্রদোষে প্রভাতে অবিবাম লীলাছলে

ছড়ায়ে পড়িত গোময়লিপ্ত যাহার আঙ্গিনা-তলে !

কোথা সে পল্লী-মাতা

কোথায় তাহার স্নেহ-সুশীতল শ্যাম-অঞ্চল পাতা !

এ যেন যোজন জুড়ি

বিস্তারি দেহ রয়েছে দাঁড়ায়ে বিরাট দৈত্য-পুরী !

মন্ত্ৰ-প্রভাবে যন্ত্ৰ-দানব মানবেব ক্রীতদাস
 জ্বলেব তেলেব ঘানি টানি হেথা ঘুবিতেছে বাবো মাস ।
 চবণেব চাপে বসুমতী কাঁপে গগনে ঠেকেছে শিব,
 যমের যমজ সহোদব যেন অভিশাপ ধবণীব ।
 চক্ৰ-চবণে চলাব শব্দ স্তব্ধ পুবাব মাঝে
 ধূম-ধূলিব মেঘজাল ভেদি বজ্জনিনাদে বাজে ।
 বাবণেব চিতা-বহি জঠবে জ্বলিছে অনিৰ্ব্বাণ,
 তুষায় ফুঁসিয়া তটিনী তড়াগ শুষ্কিয়া কবিছে পান ।
 মাবী-বিষভবা মিশকালো ধূম নিশ্বাসে নিশ্বাসে
 নিঃসবি গ্রাম নগর ছাইয়া আকাশে বাতাসে ভাসে ।
 না হইতে ভোব কোন্ যাহুকব বাজায় মোহন বাঁশী,
 শুনি বেণুবব মুগ্ধ মানব দলে দলে ছুটে আসি

পশে এ পাষণপুবে,

স্তব্ধ বংশী, জাবন-ধ্বংসী যন্ত্ৰ সম্বনে ঘুবে ।
 ঘূর্ণনবেগে চূর্ণ অস্থি, অনলেব তাপে দহি,
 বসনবিবল তনু হীনবল গুরুভাব সম বহি,
 সরাবথানায় পশিয়া জানায় শ্রম-বিজাডিত স্রবে,
 “লও কড়ি বাবা, দাও তো সবাব একটি বোতল পুবে ।”
 পাইয়া মত্ত অর্দ্ধ বোতল সত্ত চালিয়া গলে,
 বাকি আধখানা নিবিড় সোহাগে চাপিয়া বন্ধতলে
 বিকৃত হস্তে দাঁড়াইল আসি বস্ত্রব আঙিনায় ।
 সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে, ধূলি ধূম কালিমা—

চুল্লী-আলোকে বস্তু-পল্লী ধরেছে শ্মশান-মায়া ।
 ছিন্ন কস্থা, ভগ্ন কলস, কঙ্কালসাব কায়া
 হেথায় হোথায় বয়েছে ছড়িয়ে । কক্ষ-দুয়াবে আসি
 দাঁড়াইল যেই, শিশু কোলে ল'য়ে গৃহিণী শুধায় হাসি,
 “আনিয়াছ চাল ? কাঁদিয়ে ছেলেবা, উনানে ফুটিছে জল ।”
 তিক্ত প্রশ্নে বিকৃত শ্রমিক মত্ততা-বিহ্বল
 হানিল বোতল পত্নীর শিবে । শিশুবে বক্ষে চাপি,
 ক্ষীণ তনুলতা দারুণ আঘাতে বাবেক সবনে কাঁপি
 লুটায় পড়িল ধবণীব কোলে । বক্ষেব সম্মান
 সত্রাসে কাঁদি বুক খুঁজে মা'ব দুগ্ধ কবিত্তে পান ।
 স্তনে কোথা ক্ষাব । তপ্ত রুধিব ধাবায় ধাবায় পশি
 সিক্ত করিল শুষ্ক অধর । মৌধ-শিথবে বসি
 ধনিক-পত্নী ক্ষণিক চমকি চাহিয়া বস্তুপানে
 ফিবাংল নয়ন ; কক্ষ তাহাব আলোকে গন্ধে গানে
 ভবিয়া উঠেছে নন্দন সম , ক্রন্দন তাব মাঝে
 ভাবে বিলাসিনী, অসম ছন্দে বড়ই বেসুবে বাজে ।
 প্রভুপদতলে বসিয়া কুকুর খেতেছে গোস্ব রুটি,
 কোলাহল শুনি আহাব ছাড়িয়া ছাদে বাহিবিল ছুটি ।

প্রভু কহে, হায় হায়,
 হতভাগাদের নিতি হাতাকাবে কুকুর বাঁচানো দায় !

গারদ-তীর্থ

(রবীন্দ্রনাথের “ভারততীর্থ” অঙ্ককরণে)

হে মোর চিন্ত ! চটিয়া পিত্ত

উঠে না কি রে,

এই ভারতের মহা-গারদের

মশান-তীবে !

হেথায় বসিয়া দীর্ঘ স্বসিয়া

শাপি নব-শকুনিবে

যে তার প্রথর চঞ্চু নখরে

মানুষেব বুক চিবে ;

জ্ঞান-গস্ত্রীর ওই যে গৃধ্র

জরদগবের মতন বৃদ্ধ

করিছে নিত্য শোণিত সিক্ত

ধরিত্রীরে

এই ভাবতের মহা-গারদের

মশান-তীবে ।

কেহ নাহি জ্ঞানে কাহার বিধানে

কত কয়েদীব ধারা

দুর্ব্বার স্রোতে আসে কোথা হতে

ভাসিয়া পানার পারা !

হেথায় হিংস, হেথা অহিংস,
 হেথা খদর মিল
 এক কাবাগারে হ'ল একাকার
 ভেদ নাই একতিল ।
 দম্‌দম্ আজি খুলিয়াছে দ্বার
 আসিছে কয়েদী কাতাবে কাতার,
 যাহাবা আসিবে তাবাই ফাঁসিবে
 যাবে না ফিবে
 এই ভারতের মহা-গারদের
 মশান-তীবে ।

'কবি নয় মবি' বণ-গান গাহি
 যাহাবা আসিল সবে,
 আসিল যাহাবা সাম্যবাদের
 শ্রেণীহীন বিপ্লবে,
 তাবা এব মাঝে সবাই বিবাজে
 কেহ নহে নহে দূর
 সভা-সমিতিতে রয়েছে ধ্বনিতে
 তাব বিচিত্র সুব ;
 জাপানে রুখিতে ভাব সাজে। সাজে।
 ছল করি দূরে আছে যারা আজো
 তাবাও আসিবে বাঁধনে ফাঁসিবে

হেথা অচিবে
এই ভারতের মহা-গারদেব
মশান-তীবে ।

হেথা নিশিদিন বিবামবিহীন
উঠিতেছে রণরনি
চবণে চবণে শিকল বেড়িব
ঘন ঝঙ্কারধ্বনি ।
লাঞ্ছনানলে হেথা মানবতা
নিজেবে আছতি দিয়া
আপনার মাঝে জাগায়ে তুলিল
নিবেট পশুব হিয়া ;
আত্মঘাতের সে আরাধনার
খুলিয়াছে দ্বাব কশাইখানাব,
হেথায় সবাবে হবে পশিবাবে
দ্রুত বা ধীবে
এই ভারতের মহা-গারদের
মশান-তীবে ।

সেই তুষানলে বুকে বুকে জ্বলে
যে দুখ-দহন চিতা

দুধ দধির জলধির সেচে
 কখনো নিবিবে কি তা !
 উর্দ্ধে বিমান উড়ে দিনমান
 শোন বে তাহাব ডাক,
 লও যেচে ছুটি মলোটভ রুটি
 সব জ্বালা দূরে যাক ।
 মাথা পাতি লভি সেই অবদান
 দুঃসহ ব্যথা হোক অবমান,
 কাঁদবে কাঁচুক জননী ও জায়া
 শূন্য নীড়ে
 এই ভারতের মহা-গারদের
 মশান-তীরে ।

এস হে হিংস, এস অহিংস,
 এস গো সাম্যবাদী,
 এস তস্কর, দস্যুপ্রবর
 নারীধর্ষক আদি,
 এস হে সিঁদেল, শঠ বঞ্চক,
 জুয়াচোর, জালিয়াত,
 গুচি করি মন প্রতি জনে জন
 এস ধর সবে হাত ।

মরণাভিষেকে এস এস ত্বরা,
 শ্মশান-কলস হয় নি যে ভরা
 সবার পরশে পঙ্কিল-করা
 ফাইল-নীবে
 এই ভারতের মহা-গারদেব
 মশান-তীরে ॥

পাগলাঘন্টি

আজব বস্তু জেলে আছে তার নামটি পাগলাঘন্টি,
 সবার উদ্ধে জায়গা তাহার জেলের ফটকশীর্ষে,
 শুনিলে তাহাব বাজি, ছুটিয়া নাহি লয় গৃহকোণটি
 হোক না স্বদেশী খুনী বা ডাকাত কে আছে এমন বীর সে,
 বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের করাল ডঙ্কা
 তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই করি শঙ্কা ।

চারিধার হতে বেজে ওঠে বাঁশী শুনিলে তাহার বাজি
 বাজায় সুপার, জেলার ডেপুটি—সেপায়েব কথা বাদ দি,
 দোলাইয়া জটা নটরাজ যেন মেতেছে প্রলয়-নৃত্যে
 কে তাহারে রুখে, কে রয় সমুখে—কার আছে হেনু সাধি !

বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের করাল ডঙ্কা
তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই করি শঙ্কা ।

যে যেথায় আছে সেপাই সান্দ্রী গুনিলে ঘণ্টা-শব্দ
যা পায় সমুখে তাই নিয়ে ছোটো লোটা-সোটা-বেড়ী-খুন্তি,
কিছু নাহি জানে কাহারে ধরিবে মাবিবে করিবে জব্দ,
ছোটো আর ছোটো যাবৎ কয়েদী সঠিক না হয় গুন্‌তি ।
বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের করাল ডঙ্কা
তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই করি শঙ্কা ।

ছোটো ভোলা সিং ভুঁড়ি দোলাইয়া হাঁপায় গলদঘর্ম,
ছোটো ইউসুফ ফোকলা-দন্ত শিথিল-গাত্রচর্ম,
ছোটো মিঞাজান মুক্তকচ্ছ, ছোটো পাঁড়ে কানে পৈতা,
মুণ্ডিত মাথে টিকি খাড়া করি ছোটো দোবে দেবশর্ম ।
বাজে ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের করাল ডঙ্কা
তুমি সে দৈত্য ঘণ্টাকর্ণ তোমারেই করি শঙ্কা ।

ছোটো ভোজপুরী, বাঙালী, বেহারী, ছোটো পাঞ্জাবী, গুর্খা,
ঢোকে জেল-গেটে জনতার শ্রোত যেন সে প্লাবন বর্ষা,
বন্ধ কক্ষে ভয়ে চোখ বুজি জপি মনে মনে দুর্গা,
চেয়ে দেখি ফাঁকা তিনটি আওয়াজে সব হয়ে গেছে ফর্সা ।
নাই ঢং ঢং ঢনন ঢনন কালের কবাল ডঙ্কা
ঘুমায়ে পড়েছে ঘণ্টাকর্ণ, আব করে করি শঙ্কা !

ডায়েলেক্টিক ডুয়েট গান

১ম, কমবেড, এলো আজাদির জঙ্গ
ওই বাজে রণ-বাজনা ।

২য়, বাজুক, বাহুব লড়ায়ে বড়াই
বুদ্ধিজীবীর কাজ না ।

১ম, কমরেড, কব হাসিল আজাদি
ধর দৃঢ় করে হাতিয়ার ।
২য়, হায় রে ভাগ্য ! ভাঙা নলও নাই
বংশে জ্বালিতে বাতি আব ।

১ম, ধ্বনিছে কামান, স্বনিছে বিমান,
চল চল কুচুকাওয়াজে ।
২য়, পরাণে আমার খটকা যে লাগে
পটকাবাজিব আওয়াজে ।

১ম, হও আগুয়ান—দস্যু জাপান
আসিছে শস্ত্র লুটিতে ।
২য়, কি আছে লোটোর ! লুণ্ঠনশেষ
খুদ-কণা আসে খুঁটিতে ।

১ম, সাজাও বাহিনী, বাজাও দামামা,

চল চল 'জনযুদ্ধে' ।

২য়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছে

খৃষ্টে এবং বুদ্ধে ।

১ম, গুড়মুড়ি নিয়া হামাগুড়ি দিয়া

এগোও গরিলাবাহিনী ।

২য়, কার্টুনে বহিবে কীর্তিত চিব

এ বীব-ব্যঙ্গকাহিনী ।

১ম, বিমান হইতে স্ববাজ ছুঁ ডিয়া

দেবে না জাপানী ফ্যাসীরা ।

২য়, দেবে না আমেবি-চাচিল কোং

তথা ওয়াভেল-ক্যাসীরা ।

১ম, স্ববাজের পথে প্রথম সোপান

কংগ্রেস-লীগে মিতালি ।

২য়, কোথা হতে হায় গড়াতে গড়াতে

কোথায় আসিয়া থিতালি !

১ম, সবহারাদের দুশমন সেরা

হান চোট বুরুজুয়ারে ।

২য়, সেই হাতে যাহা চাঁদার লাগিয়া
নিতি পাত তার ছুয়ারে

১ম, সঞ্চিত যত সম্পদ হতে
বঞ্চিত তারে করা চাই ।

২য়, ব্যাঙ্কেব তব জমার অঙ্কে
কাণা কড়ি তাহে ক্ষতি নাই ।

১ম, তালা দাও মিলে, তাহাব সামিলে
পোড়াও দলিল পরচা ।

২য়, চা-চুরুট-চুল তিন চকারের
কে তবে যোগাবে খরচা !

১ম, আঁধার হইতে এল ভগবান
আঁধারে সে মিশে যাকগে ।

২য়, রঞ্জে তবুও—বিধির বিধানে
সিঁড়িস্থান নাই ভাগ্যে ।

১ম, ভুলি না আমরা দেশ ও জাতির
স্বার্থের ভুয়া ধুয়াতে ।

২য়, বিদেশীর পায়ে উভয় বিকায়ে
লুটে নি পয়সা দু হাতে ।

১ম, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ !

Long live Revolution !

২য়, ধন্য তোমার টিউটার, আর

স্বার্থক তার টিউশ্যান ।

ওরা ও আমরা

হোথা তাণ্ডবে নাচে রণচণ্ডিকা

বাজে ঘন রণ-দামামা ,

হেথা নাচিছে রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চে

বৈষ্ণবী বেশে শ্যামা-মা ।

ওরা অশ্বরে আর অর্ণবে ভূমে

আহবে ফিরিছে মাতিয়া ;

মোরা মিহিসুরে গাই, কেমনে গোড়াই

‘তুঁছ বিনা দিন রাতিয়া’ ।

ওরা গড়িতে বজ্র দধীচির মত

অর্পিছে নিজ অস্থি ;

মোরা জীবন-যুদ্ধে সৈনিক, শুধু

সম্মল করি স্বস্তি ।

- ওবা ধ্বারে কবেছে সবার মতন
 আযতন মৃৎপাত্র ;
- মোবা কণ্ঠ্যেনেব ক্রেশে হেরি যেন
 যোজন-বিথারী গাত্র ।
- ওরা চূর্ণ কবিয়া প্রাচীন পৃথ্বী
 গড়িতেছে নব সৃষ্টি ;
- মোবা দর্শন লয়ে দর্শনহীন
 ধেয়ান-স্তমিত দৃষ্টি ।
- ওরা ধবণীব গৃহ-প্রাঙ্গণ হতে
 গ্রহপানে মেলে পক্ষ ;
- মোবা বাহিরিলে পথে ধাই মনোবথে
 গৃহ কবি সদা লক্ষ্য ।
- ওবা উদ্দাম যবে উদ্ধত পদে
 দলিতে গৌরীশৃঙ্গ,
- মোবা অঞ্চল ঘিবি গুঞ্জবি ফিবি
 মধুলোভী যেন ভৃঙ্গ ।
- ওরা মৌন বিবলে অম্মসরি চলে
 কার্যের নির্ঘণ্ট ;

মোবা। অবসরক্ষণে ঘোর গবজনে
মুখরিয়া তুলি কঠ—

তবু কেহ এ প্রাচীন প্রাচ্যে
ঠিক কথা নাহি কয়—কথা কওয়া হয়
হেথা শুধু ভাববাচ্যে ।

খোসবাগ

সিরাজ—সিরাজ ! ঘুমালি কি আজ
আমারি মতন কাল-ঘুমে,
ওঠ, চেয়ে দেখ্, দাছ এসে তোব
শিয়বে বসিয়া গাল চুমে !
এ কি এ ! কঠে বাস্ততে বন্ধে
কপোলে কিসের এই ক্ষত—
টাদের অঙ্গে অঙ্কিত যেন
কলঙ্ক-কালিমাব মত !
আলিবর্দিব আঁখির প্রদীপ,
লুৎফার নয়নের মণি,
ননীব পুতুলে এমন কবিয়া
দংশিল কোন্ কাল-ফণি !

যে মুখ দেখিলে মুগ্ধ মানুষ
 নয়নে তাহাব ভুল জাগে,
 মুখ ইহা, না এ গোলাপ ফুটেছে
 খোসবাগিচাব গুলবাগে !
 সেই মুখ হায়, সেই দেহ
 খণ্ডিত ক্ষত খড়্গ-আঘাতে,
 বাংলায় কি রে নাই কেহ !
 একটি যাহার ঢুকুটি-আঘাতে
 যাব অঙ্গুলি-সঙ্কেতে
 ফকির দাঁড়াত স্বর্ণ-সৌধে,
 আমির পথের পঙ্কেতে,
 মরিয়াছে ব'লে সে আলিবর্দি
 মরিয়া গেছে কি তার স্মৃতি,
 স্ববণে তাহাব পরাণে কাহারো
 নাহি জাগে বুঝি আর ভীতি !
 আজো যদি এই গভীর নিশীথে
 কঙ্কাল কবে কব-হানি
 জিন্দার তোর দেখেছিস জাঁক
 দেখিবি মবার মর্দানি ।
 কবব চিরিয়া শ্মশান ঘিরিয়া
 নাচিবে তাথে মূর্দারা,
 মৃত্যুশয়নে উঠিয়া বসিবে
 মরণের মোহাতুর যারা ।

ওঠ্ দাছ্, অভিমান ভুলে,
 স্নবে বাংলার তক্ত-তাউসে
 তাওবে নাচি প্রাণ খুলে ।
 চেয়ে দেখ্, হোথা কে ওই বসিয়া
 মুর্শিদাবাদী মসনদে,
 কে ওবা বিহার করিছে আমাব
 মতিঝিল মবকত-হুদে !
 চল্, উহাদের ভেঙে দি বিলাস
 অট্টহাসিব বিদ্রূপে,
 নেশা-নিমৌলিত চক্ষে ওদেব
 পশি চুপে চুপে নিদ্রূপে ।
 ঘরে ঘবে যবে নরনারী সবে
 অচেতন রবে ঘুমঘোরে
 জাগিব নয়নে বিভীষিকা হয়ে
 ছঃস্বপনের রূপ ধ'বে ;
 নিশীথ-শিয়রে নিবে যাবে দীপ
 দমকা হাওয়ার ফুৎকারে,
 তরাসে টুটিবে সে সুখ-তন্দ্রা
 স্মরিয়া সিরাজ-লুৎফারে ।
 বিষিয়ে দি আয়—বিষিয়ে দি
 মোদের ব্যথার কালকূট-জ্বালা
 সবার শোণিতে মিশিয়ে দি ।

সেই গবলের অসহ জ্বালায়
 আগুন ধরবে রক্তে রে,
 আগুন ধরবে সূঁবে বাংলার
 সিবাজ-বিহীন তক্তে বে !
 দাউদাউ কবি দাবানল-দাহে
 জীর্ণ যা কিছু যাক জ্বলে,
 নূতন বাংলা লভিবে জন্ম
 পুবাতন পুড়ে থাক হ'লে ।
 শুধু বেঁচে থাক খোসবাগ, সে যে
 শহীদ-শোণিতধার-ঢালা
 নবীন জাতির মিলন-তীর্থ
 নব বাংলার কাববালা ।
 শোণিতপঙ্ক-শয়ন তেয়াগি
 ওঠ্ দাছ, তবে ওঠ্ জেগে,
 ওই বুঝি কোথা আগুন ধরিল
 বিজ্জলি-ঝিলিক চোট লেগে !
 হা-হা হাস্ দাছ, অটুহাস,
 মরেছে মিরন,—ওই দেখ্ জ্বলে
 জাল নবাবের পট্টাবাস !

* 'খোসবাগ' ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে মুর্শিদাবাদ নগরীর অপর পায়ে
 অবস্থিত সিরাজ ও আলিবদ্দির সমাধি-মন্দির ।

100